www.shekhapora.com

WB SLST (বাংলা 9–10 / 11–12)

মনসামঙ্গলের কবি

নারায়ণ দেব

১. পরিচয়

- নারায়ণ দেব মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি।
- তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান রচয়িতা।
- তাঁর রচিত মনসামঙ্গল বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
- সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন।

২. জন্মকাল ও পরিচয়

- নারায়ণ দেবের জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব কম পাওয়া যায়।
- সাধারণভাবে মনে করা হয় তিনি ষোড়শ শতাব্দীর (১৬শ শতক) কবি।
- তাঁর বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ অঞ্চলে।
- তাঁর রচনায় পূর্ববঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি ও লোকজীবনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৩. সাহিত্যিক পরিচয়

- তিনি মূলত মনসামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।
- মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।
- নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে দেবী মনসার মাহাত্ম্য এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনি বর্ণনা করেছেন।
- তাঁর কাব্য ধর্মীয়, সামাজিক ও লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ।

৪. প্রধান রচনা

মনসামঙ্গল

- নারায়ণ দেবের একমাত্র পরিচিত ও সর্বাধিক বিখ্যাত কাব্য।
- এই কাব্যে দেবী মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে।
- কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র:
    - দেবী মনসা
    - চাঁদ সদাগর
    - লক্ষ্মীন্দর
    - বেহুলা
    - সনকা

৫. কাহিনির সংক্ষিপ্তসার

- দেবী মনসা চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হোক।
- চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবভক্ত; তিনি মনসাকে পূজা করতে অস্বীকার করেন।
- মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদের পুত্রদের মৃত্যুর কারণ হন।
- সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে হয় বেহুলার সঙ্গে।

- বাসররাতে সাপের কামড়ে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়।
- বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভাসতে ভাসতে দেবলোক পর্যন্ত পৌঁছান।
- তাঁর সতীত্ব, ধৈর্য ও একনিষ্ঠতার ফলে লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবন লাভ করেন।
- শেষ পর্যন্ত চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে বাধ্য হন।

৬. নারায়ণ দেবের কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ক) লোকজ জীবনের চিত্র

- গ্রামীণ বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে।
- সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কাব্যে ফুটে উঠেছে।

খ) সহজ ভাষা

- ভাষা সহজ, সাবলীল ও বোধগম্য।
- আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

গ) নাটকীয়তা

- ঘটনাপ্রবাহে উত্তেজনা ও নাটকীয়তা বিদ্যমান।
- পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখে।

ঘ) চরিত্রচিত্রণ

- বেহুলার চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত ও শক্তিশালী।
- চাঁদ সদাগরের অহংকার ও দৃঢ়তা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ঙ) ধর্মীয় ভাবধারা

- দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য।
- লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় আখ্যানের সমন্বয় ঘটেছে।

৭. বেহুলা চরিত্রের গুরুত্ব

- বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র।
- সতীত্ব, সাহস, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের প্রতীক।
- স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর সংগ্রাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

৮. চাঁদ সদাগর চরিত্রের গুরুত্ব

- বণিক সমাজের প্রতিনিধি।
- শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত।
- মনসার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ও আত্মসম্মানবোধ কাহিনিকে গতিশীল করেছে।

৯. মনসামঙ্গলে সমাজচিত্র

- মধ্যযুগীয় বাংলার বাণিজ্য ব্যবস্থা।
- নদীকেন্দ্রিক জীবন।
- বিবাহপ্রথা ও সামাজিক রীতি।
- লোকবিশ্বাস ও দেবদেবীর পূজার প্রচলন।
- নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা।

১০. সাহিত্যিক গুরুত্ব

- মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।
- মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।
- বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন।
- লোকসাহিত্য ও ধর্মীয় সাহিত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

১১. পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিষয়	তথ্য
কবির নাম	নারায়ণ দেব
সাহিত্যধারা	মঙ্গলকাব্য
প্রধান রচনা	মনসামঙ্গল
সময়কাল	ষোড়শ শতাব্দী
কাব্যের দেবী	মনসা
প্রধান পুরুষ চরিত্র	চাঁদ সদাগর
প্রধান নারী চরিত্র	বেহুলা
কাব্যের মূল বিষয়	মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা
কাব্যের পটভূমি	মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজ
ভাষার বৈশিষ্ট্য	সহজ ও লোকজ

১২. এক লাইনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (MCQ-এর জন্য)

1. নারায়ণ দেব ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।
2. তিনি ষোড়শ শতকের কবি।
3. তাঁর প্রধান রচনা মনসামঙ্গল।
4. মনসামঙ্গলের প্রধান দেবী মনসা।
5. চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবভক্ত।
6. লক্ষ্মীন্দরের স্ত্রী ছিলেন বেহুলা।
7. বেহুলা বাংলা সাহিত্যের সতীত্বের প্রতীক।
8. মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তর্গত।
9. কাব্যে মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র পাওয়া যায়।
10. নারায়ণ দেব বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান মঙ্গলকাব্যকার।